সংবাদ

তারিখ 10 JUL 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নির্দেশে গতকাল এ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটিকে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব ও একজন উপসচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব।

উল্লেখ্য, শুক্রবার ছিল সারাদেশে সরকারি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। কিন্তু সংস্থাপন বিভাগ ও বিজিপ্রেস কতিপয় কর্মচারীর যোগসাজশে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এ ব্যাপারে দেড়শ'র অধিক পরীক্ষার্থী গ্রেফতার হয়।

সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ১০ কোটি টাকা আয় প্রতারক চক্রের : মূল হোতা সংস্থাপন ও বিজিপ্রেস কর্মচারী

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

সারাদেশে সরকারি হাইস্কুলে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ঘটনায় রংপুরে গ্রেফতার ২৫ মহিলাসহ ১৬৭ জনকে গতকাল শুক্রবার বিকেলে রংপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাদের সবাইকে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পরে কড়া পুলিশি প্রহরায় তাদের সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।

এদিকে প্রতারকচক্রে পরীক্ষার্থীদের কাছে থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ।

পুলিশ প্রতারকচক্রের ৮ হোতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই রবিউল ইসলাম। এরা হলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী হামিদুল ইসলাম, বিজি প্রেসের কর্মচারী মোস্তফা কামাল, নীলফামারী জেলার কিশোরীগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজুর রহমান, পটুয়াখালী জেলার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল বাশার, প্রতারক দলের সদস্য জালাল মিয়া, মাসুদ বিল্লাহ, শফিকুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম।

এদিকে গতকাল শুক্রবার সকালে এ ঘটনায় গঙ্গাচড়া থানার এসআই রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে দন্ডবিধি আইনের ৪০৬/৪২০/১০৯ ধারা ও পাবলিক পরীক্ষা আইনের ৪ ধারা ও অফিসিয়াল সিক্রেট আইনে ১৬৭ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলার বাদি এসআই রবিউল ইসলাম জানিয়েছেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল হোতা সংস্থাপন বিভাগের কর্মচারী হামিদুল, বিজি প্রেসের কর্মচারী মোস্তফা ও কিশোরীগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মাহফুজার রহমানসহ ৮ জনকে জিজ্ঞাসাবাদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। আসামিদের কাছ থেকে নগদ ১৮ লাখ টাকা, একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন উত্তরপত্রসহ প্রশ্নপত্র, প্রবেশপত্রসহ বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়াও আসামিদের ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাস (নম্বর ঢাকা মেট্রো চ ১১-৫৮৭৩)ও মূলহোতা : পৃষ্ঠা : ৯ ক : ৪

মূলহোতা : কর্মচারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৩টি মোটর সাইকেল সিজ করা হয়েছে।

এদিকে পুলিশ সুপার সালেহ মোহাম্মদ তানভীর জানিয়েছেন প্রতারকচক্র পরীক্ষার্থীদের কাছে ৫ লাখ টাকার বিনিময়ে উত্তরপত্রসহ প্রশ্নপত্র দেবার চুক্তি করে প্রায় ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তাদের নেটওয়ার্ক এতটাই বিস্তৃত দেশের ৩৮টি জেলার চাকরি প্রত্যাশীদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করে প্রায় ৫০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। গ্রেফতার হওয়া ১৬৭ জনের মধ্যে ৮ প্রতারক বাদে ১৬০ জন পরীক্ষার্থীদের বাড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায়। গ্রেফতার হওয়া কুড়িগ্রাম সিরাজুল জানিয়েছে ইতোমধ্যেই সে ৩ লাখ টাকা প্রদান করেছে। তাকে প্রশ্নপত্র উত্তরপত্রসহ দেয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। রংপুরের বখতিয়ার জানায়, সে প্রতারনার শিকার।

এদিকে বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র 'ভিন্ন জগত'-এ মালিক এসএম কামাল জানিয়েছেন আতিক নামে এক ব্যক্তি ওষুধ কোম্পানির কনফারেন্সের কথা বলে রেষ্ট হাউজের পুরোটা ভাড়া নিয়েছিল।

উল্লেখ্য গতকাল শুক্রবার সারাদেশ ব্যাপি সরকারি হাই স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হবার কথা ছিলো। এ জন্য রংপুর শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দুরে বেসরকারি পর্যটন কেন্দ্র 'ভিন্ন জগতের' একটি রেষ্ট হাউজ ভাড়া নিয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছে ৫ লাখ টাকা চুক্তি করে জনপ্রতি ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করে। এরপর উত্তরপত্রসহ প্রশ্নপত্র প্রদান করে পরীক্ষা দেয়ার মহড়ার সময় পুলিশ বৃহস্পতিবার বিকেলে সেখানে অভিযান চালিয়ে ২৫ মহিলাসহ ১৬০ জনকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করা হয় প্রশ্নপত্র উত্তরপত্রসহ বিপুল পরিমাণ পরীক্ষা সংক্রান্ত মালামাল। বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।